আল কুরআন
কী ও কেন?

আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN: 978-984-645-064-4

দাম: ২০.০০ টাকা মাত্র

আল কুরআন: কী ও কেন? আবদুস শহীদ নাসিম © Author, প্রকাশক: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি, পরিবেশক: বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি দোকান নম্বর: ১০, মাদরাসা মার্কেট, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৫৩৪২২২৯৬, ০১৭৪৫২৮২৩৮৬। প্রকাশকাল: তৃতীয় মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঈসায়ী, ১ম প্রকাশ: আগস্ট ২০১০ ঈসায়ী।

সূচিপত্র

০১.	আল কুরআন কী?	০৩
০২.	আল কুরআন কি আল্লাহ্‌র কিতাব?	০৩
০৩.	কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী হবার যৌক্তিক প্রমাণ	০৫
০৪.	কুরআন কেন এবং কাদের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে?	০৫
০৫.	কুরআন মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধকারী এবং বিভক্তকারী	০৬
০৬.	কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজের পরিচয়	০৮
০৭.	কুরআন অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণতি	০৯
০৮.	কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের বর্তমান অবস্থা	১০
০৯.	কুরআনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য	১২
১০.	কুরআন গোপন করার পাপ ও অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করুন	১৩
১১.	যারা আল্লাহ্‌র কিতাব বুঝার চেষ্টা করেনা তাদের উপমা গাধা	১৫
১২.	কুরআন বুঝতে প্রচুর পড়ুন	১৫

❖ ❖ ❖

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

আল কুরআন: কী ও কেন?

১. আল কুরআন কী?

এ প্রশ্নের জবাব স্বয়ং কুরআনই দিয়েছে। দেখুন কুরআনের ভাষায়:

• إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই এটি এক সম্মানিত পাঠ্যগ্রন্থ। (সূরা ৫৬ ওয়াকিয়া: আয়াত ৭৮)

• وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই এটি এক অপরাজেয় কিতাব। (সূরা ফুস্‌সিলাত: আয়াত ৪১)

• قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছে এক আলোকবর্তিকা এবং এক উন্মুক্ত স্পষ্ট কিতাব। (সূরা ৫ মায়িদা: আয়াত ১৫)

• تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

অর্থ: এগুলো বিজ্ঞানময় কিতাবের আয়াত। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ২)

• وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

অর্থ: এটি এক আশির্বাদময় উপদেশগ্রন্থ আমরা নাযিল করেছি। তোমরা কি এটিকে অস্বীকার করবে? (সূরা ২১ আম্বিয়া: আয়াত ৫০)

• ذٰلِكَ أَمْرُ اللّٰهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

অর্থ: এ হলো আল্লাহ্‌র বিধান, তিনি নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি। (সূরা ৬৫ আত্ তালাক: ৫)

• هٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

অর্থ: এটি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট জ্ঞান ও পথ নির্দেশিকা এবং মুমিনদের জন্যে এক অনুকম্পা। (সূরা ৭ আরাফ: আয়াত ২০৩)

২. আল কুরআন কি আল্লাহ্‌র কিতাব?

যারা মনে করে, কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী নয়, অকাট্য প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে কুরআন তাদের অভিযোগ খন্ডণ করেছে। কুরআনের প্রমাণ ও যুক্তির বিপক্ষে আজো কেউ কোনো প্রমাণ এবং যুক্তি উপস্থাপন করতে পারেনি। দেখুন আল্লাহ্‌র বাণী:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اِفْكُ ِۨ افْتَرٰىهُ وَ اَعَانَهٗ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُوْنَ ۚ فَقَدْ جَآءُوْ ظُلْمًا وَّ زُوْرًا • وَ قَالُوْٓا اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّ اَصِيْلًا • قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِيْ يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا •

অর্থ: অমান্যকারীরা বলে: ‘এ (কুরআন) তো মিথ্যা মনগড়া জিনিস। (মুহাম্মদ) নিজেই তা রচনা করেছে আর অপর কিছু লোক তাকে একাজে সহযোগিতা করেছে।’ -মূলত এই (অমান্যকারী) লোকেরা উদ্ভাবন করেছে এক মহা অন্যায় ও ডাহা মিথ্যা কথা। তারা আরো বলে: ‘এ (কুরআন) তো পূর্বকালের লোকদের কাহিনী যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর সকাল সন্ধ্যা তারা তাকে (এ কাহিনী) শুনাচ্ছে।’ (হে মুহাম্মদ) তাদের বলো: এই বাণী নাযিল করেছেন তো তিনি, যিনি মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর সমস্ত রহস্য অবগত। (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৪-৬)

أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ، قُلْ فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ •

অর্থ: তারা কি বলে যে মুহাম্মদ নিজে এটি (এ কুরআন) রচনা করেছে? (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলো: তোমরা যদি তোমাদের এই অভিযোগে সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে এর (এই কুরআনের) মতো একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসো। এ কাজে আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের সহযোগিতা নিতে চাও -তাদেরকেও ডেকে নাও।’ (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৩৮)

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ •

অর্থ: এ কুরআন এমন কোনো জিনিস নয়, যা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে অহী আসা ছাড়াই রচনা করা সম্ভব হতে পারে। (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৩৭)

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا •

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) তাদের বলো: মানুষ এবং জিন সবাই মিলেও যদি এ কুরআনের মতো কিছু আনার (রচনা করার) চেষ্টা করে, তা পারবেনা, এমনকি তারা যদি একে অপরের সাহায্যও করে। (সূরা ১৭ ইসরা: আয়াত ৮৮)

৩. কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী হবার যৌক্তিক প্রমাণ

০১. নিরক্ষর অনাভিলাষী ব্যক্তির হৃদয়পটে মহা জ্ঞানভান্ডার:

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا •

অর্থ: তুমি তো জানতেনা কিতাব কী? ঈমানই বা কী? কিন্তু আমরা এ কুরআনকে (তোমার জন্যে) বানিয়ে দিয়েছি একটি আলো, এর দ্বারা আমার দাসদের যাকে যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ প্রদর্শন করি। (সূরা ৪২ আশ শূরা: আয়াত ৫২)

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ •

অর্থ: তুমি তো এর আগে কোনো কিতাব তিলাওয়াত করতেনা এবং নিজ হাতে কোনো কিতাব লিখতেও না, তেমনটি হলে হয়তো মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারতো। (সূরা ২৯ আনকাবুত: আয়াত ৪৮)

০২. অবিকৃত এবং হুবহু বর্তমান রয়েছে।
০৩. সীমা সংখ্যাহীন হাফেযে কুরআন।
০৪. সর্বাধিক পঠিত কিতাব।
০৫. ভবিষ্যতবাণী সমূহ সত্য প্রমাণিত।
০৬. বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ দিবালোকের মতো সত্য।
০৭. ভাষার অনন্যতা।
০৮. সুষম (balanced) বক্তব্য।
০৯. প্রদত্ত জীবন বিধান চিরসত্য, চির বাস্তব ও মহা কল্যাণময়।
১০. সংস্কার মুক্ত।
১১. সর্বযুগে অনন্ত জ্ঞানের উৎস।
১২. সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।
১৩. সর্বাধিক গুরুত্বপ্রাপ্ত গ্রন্থ।
১৪. সর্বাধিক প্রিয় গ্রন্থ।
১৫. অপরাজেয় গ্রন্থ। ছিদ্রান্বেষীরা সবাই পরাজিত।

৪. সব মানুষের জীবন যাপনের গাইডবুক আল কুরআন

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর সকল সৃষ্টিকে প্রকৃতিগত ভাবেই জীবন যাপনের পথনির্দেশ দান করেছেন। তবে কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু মানুষ আর জিন।

মানুষের সুন্দর সফল ও কল্যাণের পথে জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ্ পাক মানুষের মধ্য থেকেই নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে মানুষের জন্যে হিদায়াত বা জীবন যাপনের পথ নির্দেশ (guidance) প্রেরণ করেছেন। এ জন্যে তিনি রসূলদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। তিনি সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর প্রতি গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের গাইড বুক হিসেবে আল কুরআন নাযিল করেছেন। তিনি কুরআন মজিদেই এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন:

• إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

অর্থ: এটি (এই কুরআন) গোটা বিশ্ববাসীর জন্যে একটি স্মারক ও উপদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ১০৪)

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ

অর্থ: হে মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে এসেছে একটি কল্যাণময় উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা (যে অজ্ঞতা, অন্ধতা, সংশয়, কুটিলতা, দ্বৈততা) আছে তার নিরাময়। (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৫৭)

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ: এটি (এই কুরআন) গোটা মানবজাতির জন্যে এক সুস্পষ্ট বিবরণ (statement)। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৩৮)

هُدًى لِّلنَّاسِ: (এই কুরআন) সমস্ত মানবজাতির জন্যে জীবন যাপনের নির্দেশিকা। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৮৫)

• كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

অর্থ: (হে নবী!) এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানব সমাজকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারো। (সূরা ১৪ ইবরাহিম: আয়াত ১)

৫. কুরআন মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধকারী এবং বিভক্তকারী

কুরআন গোটা মানব সমাজকে নিজের দিকে আহবান জানায় এবং নিজের উপস্থাপিত আদর্শ গ্রহণ করার ও মেনে চলার আহবান জানায়:

• وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

অর্থ: তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে (আল কুরআনকে) আঁকড়ে ধরো এবং পৃথক পৃথক ভাগ-ভাগ হয়োনা। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১০৩)

আল্লাহ্র রজ্জু আল কুরআন মানব সমাজের জন্যে এক মহা অনুগ্রহ। এ মহাগ্রন্থকে যারা জেনে নেয় এবং তাতে প্রদত্ত বিশ্বাস ও জীবন-যাপন ব্যবস্থাকে যারা মেনে নেয়, তারা পরস্পরের জানের দুশমন থাকলেও প্রাণের বন্ধু হয়ে যায়। এ কিতাব মানব সমাজকে একমুখী এবং ঐক্যবদ্ধ করে দেয়। পরস্পরকে প্রিয়তম ভাই বানিয়ে দেয়:

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا •

অর্থ: স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা: তোমরা ছিলে পরস্পরের দুশমন। অতপর তিনি তোমাদের অন্তরগুলোকে প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে দিয়েছেন। ফলে তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা হয়ে গেলে পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১০৩)

ইসলাম মুমিনদেরকে কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতিগত মতপার্থক্যের স্বাধীনতা দিয়েছে। কুরআন-সুন্নায় যেসব বিষয়ের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি, সেসব বিষয়ে মত প্রতিষ্ঠা করার স্বাধীনতা দিয়েছে; কিন্তু কুরআন সুন্নায় প্রদত্ত সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী ও নীতিমালার ক্ষেত্রে দ্বিমত পোষণ করার অধিকার মুমিনদের দেয়নি। এই নীতিতে মুমিনরা ঐক্যবদ্ধ।

পক্ষান্তরে যারা কুরআনের আহবানে সাড়া দেয়না, কুরআনের উপস্থাপিত মেসেজকে মেনে নেয়না, তারা কুরআনের পথ থেকে পৃথক হয়ে যায়। তাদের পথ আলাদা আর কুরআন ওয়ালাদের পথ আলাদা।

মূলত কুরআন মানব সমাজকে দুইভাগে ভাগ করে দেয়:

১. কুরআন গ্রহণকারী মানবদল।

২. কুরআন বর্জনকারী মানবদল।

এ জন্যেই কুরআনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিশেষণ হলো 'আল ফুরকান'। ফুরকান মানে- (সত্য ও অসত্যের) বিভক্তকারী, পার্থক্যকারী, the criterion (between right and wrong)। মহান আল্লাহ বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ •

অর্থ: রমযান মাস! এ মাসেই নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন- যা মানবজাতির জীবন যাপনের পথ নির্দেশ, সঠিক পথ নির্দেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং (সত্য ও অসত্যের মধ্যে) পার্থক্যকারী ও বিভক্তকারী। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৮৫)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا •

অর্থ: মহা মহীয়ান তিনি, যিনি তাঁর দাসের প্রতি নাযিল করেছেন আল ফুরকান (বিভক্তকারী ও পার্থক্যকারী কিতাব), যাতে করে সে বিশ্ববাসীর জন্যে সতর্ককারী হয়। (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ১)

এটাই আল্লাহ্‌র নিয়ম। তিনি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছেন, রসূল নিজে এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব ছিলো মানুষকে এক বিশ্বাসের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধকারী এবং বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভিত্তিতে বিভক্তকারী। তাই ঈসা মসীহ আলাইহিস্ সালাম ইসরায়েলীয়দের বলেছিলেন:

"আমি মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি; ছেলেকে পিতার বিরুদ্ধে; মেয়েকে মায়ের বিরুদ্ধে, বউকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে আসিয়াছি।" (মথি /১০: ৩৫)

সুতরাং কুরআনের প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভিত্তিতে মানুষ দুইভাগে বিভক্ত:

১. কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী মানব সমাজ এবং
২. কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজ।

৬. কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজের পরিচয়

কুরআনের প্রতি অবিশ্বাসী মানব সমাজ কয়েকভাগে বিভক্ত:

১. **প্রথম গ্রুপ:** যারা কুরআন দেখেওনি, পড়েওনি এবং কুরআনে কী আছে সে সম্পর্কে কিছুই জানেনা। তাদেরকে কেউ কুরআনের কথা বলেওনি, শুনায়ওনি, পড়তেও দেয়নি।

২. **দ্বিতীয় গ্রুপ:** এদের অবস্থাও প্রথম গ্রুপের মতোই। তবে এরা এতোটুকু জানে যে, কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। সুতরাং ওটা মুসলমানদের বিষয়। ঐ গ্রন্থের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

৩. **তৃতীয় গ্রুপ:** এরা কোনো কোনো ধর্মীয় গ্রুপ। এরা মনে করে তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থই সঠিক। মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ বানোয়াট। এ ছাড়া এদের বাকি অবস্থা অনেকটা প্রথম গ্রুপের মতোই।

৪. **চতুর্থ গ্রুপ:** এ গ্রুপ সক্রীয়ভাবে কুরআনের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী। এরা:
   ক. কুরআন থেকে ভুল বের করার চিন্তা গবেষণায় লিপ্ত।
   খ. এরা কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা প্রচারের কাজে লিপ্ত।
   গ. এরা কুরআন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচারণা ও বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজে লিপ্ত।
   ঘ. এরা কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে, বিভ্রান্তি ছড়ায়।
   ঙ. এরা কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধে লিপ্ত।

আল কুরআন সম্পর্কে এদের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। সেগুলো মোটামোটি এ রকম:

০১. 'এটা তো অতীত লোকদের কাহিনী।' (সূরা ফুরকান: আয়াত ৫)
০২. 'এটা একটা সুস্পষ্ট ম্যাজিক।' (সূরা যুখরুফ: আয়াত ৩)
০৩. 'এটা জ্যোতিষীদের শেখানো কথা।' (আল হাক্কাহ: আয়াত ৪২)
০৪. 'এটা হলো কবির কবিতা।' (আল হাক্কা: আয়াত ৪১)
০৫. 'এটা মুহাম্মদের রচিত কিংবা অন্যরা এসে তাকে শিখিয়ে দিয়ে গেছে।' (সূরা ফুরকান: আয়াত ৪)
০৬. 'এটা আরবি ভাষায় কেন নাযিল হলো?' (সূরা ৪১: আয়াত ৪৪)
০৭. 'এটা মক্কা-মদিনার কোনো মহান ব্যক্তির প্রতি কেন নাযিল হলো না?' (সূরা ৪৩: ৩১)
০৮. 'এটা এক সঙ্গে একটি গ্রন্থ আকারে কেন নাযিল হলোনা?' (সূরা ২৫: ৩২)
০৯. 'তারা বলে: হে লোকেরা! তোমরা কুরআন শুনোনা। যেখানেই কুরআনের কথা উচ্চারিত হবে- সেখানেই হৈ হট্টগোল বাধিয়ে দিয়ো।' (সূরা ৪১: ২৬)
১০. 'তারা কুরআনের ব্যাপারে বিরূপ।' (সূরা হজ্জ: ৭২)
১১. 'তারা কুরআনের অনুসারীদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক।' (সূরা হজ্জ: ৭২)
১২. 'তারা কুরআনের আলো নিভিয়ে দিতে চায়।' (সূরা আস্সফ: আয়াত ৮)
১৩. 'কুরআন তাদের মানসিক যাতনার কারণ।' (সূরা আল হাক্কাহ: ৫০)
১৪. 'তারা কুরআন থেকে পালায়।' (আল মুদ্দাস্সির: ৪৯-৫০)
১৫. 'তারা কুরআন নিয়ে বিদ্রুপ করে।' (সূরা ৬: ৬৮)
১৬. 'তারা কুরআনকে ব্যর্থ ও পরাজিত করে দিতে তৎপর।' (সূরা সাবা: ৫)

৭. কুরআন অমান্যকারীদের ভয়াবহ পরিণতি

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ •

অর্থ: যারা আমার আয়াত অবিশ্বাস ও অস্বীকার করবে, তারা হবে আগুনের বাসিন্দা। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে চিরকাল। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ৩৯)

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ •

অর্থ: যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ ও পরাজিত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়, তাদের জন্যে রয়েছে দু:সহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা সাবা: আয়াত ৫)

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ • قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ •

অর্থ: (কিয়ামতের দিন ফায়সালা হয়ে যাবার পর) অমান্যকারীদের দলে দলে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা সেখানে পৌঁছামাত্র জাহান্নামের দুয়ারসমূহ খুলে যাবে। তখন জাহান্নামের রক্ষীবাহিনী (বিস্ময়ের সাথে) তাদের জিজ্ঞেস করবে: 'কী ব্যাপার, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের কাছে কি বাণী বাহকগণ যাননি? তাঁরা কি তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র আয়াত পেশ করেননি, শুনাননি? আর এই বিচার দিনের সম্মুখীন হতে হবে বলে সতর্ক করেননি?' অমান্যকারীরা বলবে: 'হাঁ, শুনিয়েছিলেন এবং সতর্কও করেছিলেন (কিন্তু আমরা মানি নাই)!' -এই স্বীকৃতি তাদের কোনো কাজে আসবেনা, তখনতো আল্লাহ্‌র দন্ড তাদের উপর নির্ধারিত হয়েই গেছে। তখন তাদের বলা হবে: 'প্রবেশ করো জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে। এখন থেকে চিরকাল এই শাস্তির মধ্যেই পড়ে থাকবে।' দাম্ভিকদের আবাস কতোইনা নিকৃষ্ট! (সূরা ৩৯ যুমার: আয়াত ৭১-৭২)

এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন: সূরা ও আয়াত ৩:১১; ৪:৫৬; ৫:১০,৮৬; ৬:৩৯, ৪৯, ৫৪, ৬৮, ১৫০, ১৫৭; সূরা ৭:৯, ৩৬, ৪০, ১৩৬, ১৪৬, ১৪৭, ১৮২ আরো অনেক।

৮. কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের বর্তমান অবস্থা

মানব সমাজের মধ্যে যারা কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী তারাও অবিশ্বাসীদের মতো কয়েক ভাগে বিভক্ত। সেগুলো হলো:

প্রথম গ্রুপ: এরা মনে করে কুরআন মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ। তবে তারা কুরআন পড়তে জানেনা, জানলেও পড়েনা, বুঝেনা, পালন করেনা।

দ্বিতীয় গ্রুপ: এরা কুরআন পড়তে পারে, তবে বুঝেনা, বুঝার চেষ্টাও করেনা, পড়াকে সওয়াবের কাজ মনে করে, বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন উপকারের জন্যে পড়ে। কুরআনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করে।

তৃতীয় গ্রুপ: এ গ্রুপ কুরআনের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে। এদের কিছু লোক কুরআনকে মহা পবিত্র মনে করে। কিন্তু কুরআন বুঝা ও মেনে চলাকে জরুরি মনে করেনা। কুরআন বুঝা বিশেষ শ্রেণীর লোকদের কাজ বলে মনে করে। কুরআনের হুকুম আহকাম মেনে চলাকে ঐচ্ছিক মনে করে।

চতুর্থ গ্রুপ: এরা মনে করে কুরআনের হুকুম মানা না মানা প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিষয়- যার ইচ্ছা সে পালন করবে। কিন্তু সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় কুরআনকে টেনে আনা যাবেনা। এদের কিছু লোক এসব ক্ষেত্রে কুরআনের প্রয়োগ ও চর্চার বিরোধিতা করে এমনকি ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিহত করারও চেষ্টা করে।

পঞ্চম গ্রুপ: এরা কুরআন বুঝা ও মেনে চলা জরুরি মনে করে। তবে কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণ, কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকা এবং কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার চেষ্টা করেনা- বরং দূরে থাকে।

ষষ্ঠ গ্রুপ: এদের সংখ্যা খুব কম হলেও এরা মুসলিম সমাজে জোর জবরদস্তি করে কুরআনের বিধান চালু করার মনোভাব পোষণ করে।

সপ্তম গ্রুপ: একমাত্র এরাই নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন করে, কুরআন বুঝার চেষ্টা করে এবং ব্যক্তিগত জীবনে পালন করে। এরা অন্যদের কুরআন শিক্ষা দান করে, কুরআনের শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে আত্মনিয়োগ করে, মানুষকে কুরআনের দিকে দাওয়াত দেয় এবং কুরআনের ভিত্তিতে মানুষকে এবং মানব সমাজকে গড়ে তোলার চেষ্টা সাধনা করে।

আমাদের সমাজে উপরে বর্ণিত সাত শ্রেণীর মুসলিমই বর্তমান রয়েছে। আপনি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত? আপনি কোন্ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে চান? - সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে।

এই বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, কুরআনের প্রতি বিশ্বাসীদের অর্থাৎ মুসলমানদের অনেকের বাস্তব কর্মই অবিশ্বাসীদের মতো। আর এ কথাও একেবারেই সত্য যে, কোনো ব্যক্তির অবস্থান এবং পক্ষাপক্ষ নির্ধারিত হয় তার বাস্তব কর্মের ভিত্তিতেই। সুতরাং কে কুরআনের পক্ষ আর কে কুরআনের বিপক্ষ তা নির্ধারিত হয় কুরআনের ব্যাপারে তার বাস্তব কর্মনীতির ভিত্তিতে।

এ জন্যেই কুরআনের বাহক মুহাম্মদ সা. বিচারের দিন নিজ লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ দায়ের করবেন:

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا •

অর্থ: (বিচারের দিন) আল্লাহ্‌র রসূল (অভিযোগ করে) বলবেন: হে প্রভু! আমার লোকেরাই এ কুরআনকে পরিত্যক্ত (deserted) করে রেখেছিল। (সূরা ২৫ ফুরকান: আয়াত ৩০)।

এদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى • قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىْٓ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا • قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَ كَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى •

অর্থ: আর যে কেউ আমার ‘যিকর’ (অবতীর্ণ বিধান- কুরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার দুনিয়ার জীবন হবে সংকীর্ণ (অশান্তি ও অস্বস্তিকর), আর কিয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ করে উঠাবো। সে বলবে: হে আমার প্রভু! পৃথিবীতে তো আমি চক্ষুষ্মান ছিলাম, এখানে কেন আমাকে অন্ধ করে উঠালে!’ তিনি বলবেন: এভাবেই তোমার কাছে যখন আমার আয়াত (কিতাব) এসেছিল, তখন তুমি তা ভুলে (তা থেকে চোখ বন্ধ করে) থেকেছিলে; ঠিক সেরকমই আজ তোমার প্রতিও তোয়াক্কা করা হয়নি। (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ১২৪-১২৬)

৯. কুরআনের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

আল কুরআনের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো:

১. আল্লাহ্‌র বাণী হিসেবে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা- ঈমান আনা।
২. কুরআন পড়তে শিখা ও নিয়মিত পাঠ করা।
৩. কুরআন বুঝা এবং কুরআনে কী আছে তা জানা।
৪. কুরআনের হুকুম বিধান মেনে চলা ও অনুসরণ করা।
৫. যারা জানেনা, তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দান করা।
৬. কুরআন প্রচার করা এবং কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকা।
৭. কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার কাজ করা।

মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন:

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا •

অর্থ: অতএব তোমরা ঈমান আনো (বিশ্বাস স্থাপন করো) আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর রসূলের প্রতি আর আমার নাযিল করা নূরের (আল কুরআনের) প্রতি।’ (সূরা ৬৪ আত তাগাবুন: আয়াত ৮)

وَهَـٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ •

অর্থ: আর এই বরকতময় কিতাব আমরা নাযিল করেছি, সুতরাং তোমরা এটির অনুসরণ করো এবং সতর্ক সচেতন হও। আশা করা যায় তোমরা অনুকম্পা লাভ করবে। (সূরা ৬ আনআম: আয়াত ১৫৫)

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ •

অর্থ: তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা (যে কিতাব) অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করো এবং তাঁকে ছাড়া অন্য অলিদের অনুসরণ করোনা। (সূরা ৭ আ'রাফ: আয়াত ৩)

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ •

অর্থ: তিনিই মহান আল্লাহ যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত (কুরআন) ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, যাতে করে সেটিকে সে সকল মতবাদের উপর বিজয়ী করে। (সূরা ৬১ সফ: আয়াত ৯)

১০. কুরআন গোপন করার পাপ ও অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করুন

কুরআন গোপন করা মহাপাপ (কবিরা গুনাহ)। যারা কুরআন গোপন করে তারা অভিশপ্ত। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَـٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ • إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَـٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ •

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আমাদের নাযিল করা প্রমান ও হিদায়াত (অর্থাৎ কিতাব) গোপন করে, আমি তা কিতাব আকারে মানব সমাজের জন্যে প্রকাশ করা পর, তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং তাদের অভিশাপ দেয় অভিশাপদানকারীরা। তবে অভিশাপ থেকে মুক্ত হয় তারা, যারা তওবা করে (অনুতপ্ত হয়), নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় এবং মানুষের মাঝে সত্য প্রকাশ করে। আমি এদের তওবা কবুল করবো, কারণ আমি তাওবা কবুলকারী দয়াময়। (সুরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৫৯-১৬০)

এখন প্রশ্ন হলো কুরআন গোপন করে কারা? মূলত কুরআন গোপন করে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর লোক:

১. যারা কুরআন পাঠ করেনা, পাঠ করতে শিখেনা- তারা নিজেরাই নিজেদেরকে কুরআন থেকে গোপন করে রাখে।
২. যারা বুঝার চেষ্টা করেনা, কুরআনে কী আছে তা জানার চেষ্টা করেনা- তারা নিজেদের কাছে কুরআনের মর্ম ও বক্তব্য গোপন করে রাখে।
৩. যারা কুরআনের অনুসরণ করেনা- তারা কুরআন গোপন করে। কারণ অনুসরণ না করলে কুরআনের বাস্তব রূপ গোপন থাকে।
৪. যারা কুরআন জানে, বুঝে, অথচ মানুষকে শিক্ষা দেয়না- তারা কুরআন গোপন করে, কুরআনের জ্ঞান ও শিক্ষা লুকিয়ে রাখে।
৫. যারা কুরআন ও কুরআনের বার্তা প্রচার করেনা, মানুষের কাছে পৌঁছায়না- তারা মানুষের নিকট থেকে কুরআন গোপন করে রাখে, নিজেদের কাছে লুকিয়ে রাখে।
৬. যারা কুরআনের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার কাজ করেনা- তারা প্রকারান্তরে কুরআন গোপন করার কাজ করে।
৭. যারা কুরআন শিখা, বুঝা, মানা, শিক্ষাদান করা, প্রচার করা এবং বাস্তবায়ন করার কাজে বাধা দেয়- তারা কুরআন গোপন করে রাখার কাজ করে।

কুরআন গোপনের এসব দুর্ভাগ্যজনক অভিশাপ থেকে যারা মুক্তি পেতে চান, তা থেকে তাদের মুক্তি লাভের উপায় কি? উপায় স্বয়ং আল্লাহ্ পাক বলে দিয়েছেন উপরোক্ত ১৬০ নম্বর আয়াতে। তা হলো:

১. তওবা করা। অর্থাৎ অনুশোচনা করা, অনুতপ্ত হওয়া এবং সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, ফিরে আসা।
২. নিজের ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে নেয়া।
৩. এতোদিন যে সত্য গোপন করা হয়েছিল তা মানুষের কাছে প্রকাশ করা।

মহাসত্য আল কুরআনকে গোপনীয়তা মুক্ত করে প্রকাশ করা উপায় হলো:

১. আল কুরআন পড়তে শিখা এবং নিয়মিত পড়া।
২. কুরআন বুঝার ও জানার আপ্রান প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
৩. কুরআনকে অনুসরণ করা এবং মেনে চলা, কুরআনের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা।
৪. মানুষকে কুরআন শিক্ষা দান করা।
৫. মানুষকে কুরআনের দিকে ডাকা, আহবান করা।
৬. মানুষের কাছে কুরআন পৌঁছানো।
৭. সমাজে কুরআনের প্রচলন ও বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানো।
৮. যারা কুরআনের বিরোধিতা করে তাদেরকে উপেক্ষা করা।

১১. যারা আল্লাহ্‌র কিতাব বুঝার চেষ্টা করেনা তাদের উপমা গাধা

যারা আল্লাহ্‌র কিতাব না বুঝে পাঠ করে, কিতাব কেমন করে তাদের মধ্যে ক্রিয়া করবে? কিভাবে তারা কুরআনের অনুসরণ করবে? আর আল্লাহ্‌র কিতাব পাঠ করার এবং বহন করার পরও কিতাব যাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনা, তাদের দৃষ্টান্ত তো হতে পারে কেবল ভারবাহী গাধা। কারণ, গাধা কিতাবের বিরাট বোঝা এক শহর থেকে আরেক শহরে বহন করে নিলেও সে জানেনা তার পিঠে কি জিনিস চাপানো আছে? আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাব তাওরাতের বাহক ইহুদিদের সম্পর্কে বলেন:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ •

অর্থ: যাদেরকে তাওরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের উপমা হচ্ছে গাধা -যারা বইয়ের বোঝা বহন করে। এর চাইতেও নিকৃষ্ট উপমা হচ্ছে সেই সব লোকদের যারা আল্লাহ্‌র আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ এরকম যালিমদের সঠিক পথ দেখান না। (সূরা ৬২ আল জুমুআ: আয়াত ৫)

এবার বলুন, মুসলিম সমাজের অবস্থা কী?

১২. কুরআন বুঝতে প্রচুর পড়ুন

কুরআন বুঝার জন্যে প্রচুর পড়া লেখা করা প্রয়োজন। কুরআনের অনুবাদ পড়ুন। নিচের দুটির যে কোনো একটি অনুবাদ নিজের সংগ্রহে রাখুন:

১. আল কুরআনুল করীম: ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
২. আল কুরআন: সহজ বাংলা অনুবাদ: বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা সোসাইটি

কুরআনের তফসির পড়ুন। নিম্নোক্ত যে কোনো একটি তফসির নিজের সংগহে রাখুন:

১. তাফসীরে আশরাফী: আশরাফ আলী থানবী।
২. তাফহীমুল কুরআন: আধুনিক প্রকাশনী।

কুরআন ভালোভাবে বুঝার জন্যে আমাদের লেখা নিম্নোক্ত বইগুলো অবশ্যি আপনার সংগ্রহে রাখুন এবং পড়ুন:

০১. কুরআন বুঝার প্রথম পাঠ
০২. জানার জন্যে কুরআন মানার জন্যে কুরআন

০৩. আল কুরআন কি ও কেন?
০৪. কুরআন পড়বেন কেন কিভাবে?
০৫. কুরআনের সাথে পথ চলা
০৬. কুরআন বুঝার পথ ও পাথেয়
০৭. আল কুরআন বিশ্বের সেরা বিস্ময়
০৮. আল কুরআন আত্ তাফসির
০৯. আসুন আমরা মুসলিম হই
১০. কুরআন পড়ো জীবন গড়ো (ছোটদের জন্যে বিষয় ভিত্তিক আয়াত)

কুরআন থেকে যে কোনো বিষয়ের আয়াত ও বক্তব্য বের করার জন্যে পড়ুন: 'তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা'।

কুরআনের ব্যাপারে সকলের কাছে আমাদের আহবান:

Read the Quran to know
Read the Quran to follow.
কুরআন পড়ুন, কুরআন বুঝুন।
কুরআন জানুন, কুরআন মানুন।
কুরআন শিখান, কুরআন বুঝান।
কুরআনের পথে চলুন,
কুরআনের দিকে ডাকুন।

সমাপ্ত

* এই পুস্তিকাটি ১৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে রাজধানীর বিয়াম অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত ৩২তম টট ক্লাসে প্রদত্ত লেখকের ভাষণ।